গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ২৬ সংখ্যা | ১৯ - ২৫ মার্চ ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

বিজেপি নাকি আসল পরিবর্তন আনবে!

প্রধানমন্ত্রী ৭ মার্চ বলে গেছেন, চাই 'আসল পরিবর্তন।' নির্বাচন এলেই পরিবর্তনের স্লোগান ওঠে। ভোট এলে বিরোধী দলগুলি পরিবর্তনের ডাক দেয়। শাসক দল দেয় স্থিতাবস্থা রক্ষার ডাক— বলে, উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে তাদের প্রার্থীকে ভোট দিন। কখনও বলে, 'উন্নততর উন্নয়ন'। প্রধানমন্ত্রীর স্লোগানও তাই গতানুগতিক।

কিন্তু মোদিজির পরিবর্তনের মুখ কারা? যাঁদের নামে সারদা-নারদা সহ বহু কেলেঙ্কারির অভিযোগ, যাঁদের বিরুদ্ধে তাঁরা 'ভাগ মুকুল ভাগ', 'ভাগ শুভেন্দু ভাগ' বক্তৃতা করেছেন তাঁরাই এখন বঙ্গ বিজেপির মুখ তথা তারকা প্রচারক। কোটি কোটি টাকার বস্তা নিয়ে নগ্ন দুর্নীতির পথে তৃণমূল থেকে সিপিএম থেকে কংগ্রেস থেকে নেতা ভাঙিয়ে, কোথাও মন্ত্রীত্বের লোভ, কোথাও সিবিআইয়ের গ্রেপ্তারির ভয় দেখিয়ে বিজেপিতে যোগদানের যে সব মেলা তারা করলেন, তাতে অভিযুক্তরাই তাঁদের নয়নের মণি। নীতি দূরের কথা, মুখগুলোর পরিবর্তনও তো হওয়ার আশা নেই।

তাহলে প্রধানমন্ত্রী এই পরিবর্তন বলতে কী বুঝিয়েছেন? বুঝিয়েছেন নিছক সরকার পাল্টানো, শাসকদল পাল্টানো, মুখ্যমন্ত্রী পাল্টানো। কিন্তু এগুলো তো বাহ্যিক পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন হয় কী করে? এই ধরনের পরিবর্তন তো হয়েই চলেছে। এর দ্বারা কি মানুষের জীবনের দুর্দশার কোনও পরিবর্তন হবে? জিনিসপত্রের দাম কমবে? কালোবাজারি, মজুতদারি বন্ধ হবে? বেকার ছেলেমেয়েরা চাকরি পাবে? কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পাবে? ব্যয় কমিয়ে সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে? সবার জন্য সুলভে উন্নত মানের চিকিৎসা মিলবে? পুলিশ-প্রশাসন নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করবে? ব্যক্তির মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকবে? মহিলাদের উপর ক্রমাগত বাড়তে থাকা নির্যাতন বন্ধ হবে? প্রধানমন্ত্রী কি আসল পরিবর্তন বলতে এই সব পরিবর্তনের কথা বলেছেন? তা যদি না বলেন, তবে তো তা নিছকই একের পর এক সরকার বদলের আয়োজন! এই পরিবর্তন তো রাজ্যের মানুষ স্বাধীনতার ৭৩ বছর ধরে দেখে আসছে। তাঁরা জানেন, এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের সমস্যাগুলির পরিবর্তনের কোনও সম্পর্ক নেই।

২০১৪-তেও তো প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রে আসল পরিবর্তনের ডাক দিয়ে সরকারে বসেছিলেন, কী পরিবর্তন এনেছেন? কংগ্রেস সরকারের কোন জনবিরোধী নীতিটার পরিবর্তন তাঁরা ঘটিয়েছেন? সব রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি বেচে দেওয়া, কৃষিজমি একচেটিয়া পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া, এনআরসি চালু,

দুয়ের পাতায় দেখুন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মহিষমারি হাটে দলের প্রার্থীদের সমর্থনে মিছিল। ১১ মার্চ

সাম্প্রদায়িকতার কারবারিদের জায়গা দেয় না নন্দীগ্রাম

২০০৭ সালের ১৪ মার্চ, নন্দীগ্রামের মাটি ভিজেছিল ১৪ জন শহিদের রক্তে। রক্ত দেব, জান দেব, জমি দেব না— গরিব চাষি, সহ সর্বস্তরের খেটে খাওয়া মানুষের দৃঢ় প্রতিরোধে পিছু হটেছিল গর্বোদ্ধত সিপিএম সরকারের পুলিশ। সেদিন সিপিএম সরকার এবং তার দলীয় মদতপুষ্ট দুষ্কৃতী বাহিনীর নৃশংসতা দেখে শিউরে উঠেছিল গোটা ভারত শুধু নয়, গোটা বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। আন্দোলন ভাঙতে শুধু গুলি চালনা নয়, পুলিশের পোশাক পরিয়ে দলীয় বাহিনীকে গণধর্ষণের কাজে সেদিন নামিয়েছিল সিপিএম। নন্দীগ্রাম লড়েছিল একদিন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধেও। রক্ত দিয়েছিল, প্রাণ দিয়েছিল। সেই ব্রিটিশ সরকারও বোধহয় এ ভাবে আন্দোলন ভাঙার কথা ভেবে উঠতে পারেনি।

নন্দীগ্রাম বাজারে মিছিল। ১১ মার্চ

সেদিন সিপিএম সরকার ঘোষণা করেছিল, নন্দীগ্রামের ৪০ হাজার একর জমি নিয়ে গড়ে উঠবে ইন্দোনেশিয়ার কুখ্যাত সালেম শিল্পগোষ্ঠীর কেমিক্যাল হাব। যা হবে একটি স্পেশাল ইকনমিক জোন (এসইজেড)। এসইজেডকে বলা হয় দেশের মধ্যেই একটি 'বিদেশি অঞ্চল'। যেখানে লগ্নি করা বৃহৎ পুঁজিপতিদের দেশের কর সংক্রান্ত আইন মানতে হয় না। নামমাত্র বা একেবারে কর না দিয়েই তারা বিপুল মুনাফা করতে পারে। এসইজেডে শিল্পপতিদের মানতে হয় না কোনও শ্রম আইন। মারাত্মক শিল্প দুর্ঘটনাতেও পুঁজি মালিকদের নিতে হয় না কোনও দায়। দেশে দেশে একচেটিয়া কর্পোরেট পুঁজি স্থাপিত এমন এসইজেড-কে শ্রমিকরা চিহ্নিত করেছেন মানব শ্রমকে নিংড়ে নেওয়ার বধ্যভূমি হিসাবে। আর্থিক বিকাশ আর শিল্পায়নের নামে ২০০০ সালে এই সর্বনাশা স্কিম এনেছিল তৎকালীন বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার। ২০০৫ সালে

সাতের পাতায় দেখুন

বিজেপির শাসনে 'সোনার ত্রিপুরা'

দিল্লি থেকে এসে বিজেপি নেতারা প্রতিদিন 'সোনার বাংলা' গড়ার গল্প শোনাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী তো আবার ডবল ইঞ্জিনের গল্প শুনিয়ে গেলেন। এই গল্প কি তাঁরা এ রাজ্যেই প্রথম শোনাচ্ছেন? না। অন্য রাজ্যেও তাঁরা একই গল্প বলেছেন। ত্রিপুরার কথাই ধরা যাক। সেখানেও তাঁরা সোনার ত্রিপুরা গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় বসেছিলেন। বাংলায় ক্ষমতায় এলে কী তাঁরা করবেন, তার হিসেব না হয় পরে নেওয়া যাবে, তার আগে দেখা যাক, ত্রিপুরায় বিজেপির যে ডবল ইঞ্জিনের সরকার গত কয়েক বছর রাজত্ব করছে সেখানে কোন সোনা তাঁরা ফলাচ্ছেন!

ত্রিপুরায় ক্ষমতায় বসার আগে বিজেপি নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁদের জয়ী করলে তাঁরা ৫০ হাজার সরকারি চাকরি দেবেন। রাজ্য জুড়ে ৭ লক্ষ বেকারের কাজের ব্যবস্থা করবেন। যেহেতু ডবল ইঞ্জিনের সরকার, অর্থাৎ কেন্দ্রেও বিজেপি, রাজ্যেও বিজেপি। ফলে অর্থ থেকে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সবেরই নাকি ঢালাও ব্যবস্থা হবে। রাজ্যের মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে। কিন্তু তিন বছর না যেতেই ত্রিপুরাবাসীর এখন

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিজেপির শাসনে ‘সোনার ত্রিপুরা’

একের পাতার পর

ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। আইনশৃঙ্খলার অবনতি চরমে, দুর্নীতি-স্বজনপোষণ মাত্রছাড়া। বিরোধী কণ্ঠস্বরের টুঁটি চেপে ধরা হয়েছে। ডবল ইঞ্জিনের আওয়াজ আর শোনা যায় না। সর্বশেষ যে আক্রমণটি বিজেপি সরকার ত্রিপুরায় নামিয়ে এনেছে, সেটিও মারাত্মক। সরকারের ঘোষণা, সরকারি চাকরিতে আর কোনও স্থায়ী নিয়োগ হবে না। সরকার নিজে আর কোনও নিয়োগ করবে না। যতটুকু নিয়োগ হবে, তা আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে, চুক্তিভিত্তিক যার মাইনে সহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা থাকবে অত্যন্ত কম। সরকারি দপ্তরে অফিসার, করণিক থেকে গ্রুপ ডি কর্মী সবই নিয়োগ হবে এভাবে। ইতিমধ্যেই এই নির্দেশিকা জারি হয়ে গেছে। ত্রিপুরার বিজেপি সরকার পাঁচটি বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছে প্রয়োজনীয় কর্মী সরবরাহের।

স্বাভাবিক ভাবেই তাতে সরকারি বেতন-কাঠামোর বালাই যে থাকবে না তা তো বলাই বাহুল্য। নির্দেশিকা থেকে স্পষ্ট, এজেন্সি দিয়ে নিযুক্ত কর্মীদের বেতন সরকারি কর্মীদের তিন ভাগের এক ভাগের বেশি হবে না। একজন লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এখন চাকরির শুরুতেই ৩৪,৪০০ থেকে ৫৬,৯০০ টাকা পান। সেখানে এজেন্সির কর্মীরা পাবেন ৮,৯১৩ টাকা। অর্থাৎ একই কাজ করে এজেন্সির কর্মীরা তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবেন। শুধু চাকরির ক্ষেত্রেই নয়, সেখানে ভোটের আগে দেওয়া সব প্রতিশ্রুতিই দু’পায়ে মাড়িয়ে চলছে বিজেপি সরকার। ‘সোনার ত্রিপুরা’ নয়, বরং রাজ্যের মানুষের সাথে প্রতারণার এক ‘ত্রিপুরা মডেল’ তৈরি করেছে বিজেপি। এখানকার ‘সোনার বাংলা’ যে অন্য রকম কিছু হবে না, সে তো এই অভিজ্ঞতা থেকেই বলা যায়!

অনেকেরই মনে আছে কেন্দ্রের গদিতে বসার আগে এই প্রধানমন্ত্রী বছরে ২ কোটি চাকরি, আচ্ছে দিন, সবার বিকাশ প্রভৃতি অজস্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অবশ্য পরে তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব গুলিকে ‘জুমলা’ অর্থাৎ ভুয়ো প্রতিশ্রুতি বলে জানিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, এগুলি ভোটের আগে মানুষকে বলতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর মতো কয়েক মাস আগে এ রাজ্যের বিজেপি নেতারাও ৭৫ লক্ষ চাকরির গল্প দিয়ে শুরু করেছিলেন। সঙ্গে প্রতিশ্রুতি কার্ডও দিয়ে দিচ্ছিলেন। সাধারণ মানুষ অবশ্য এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেননি। বরং উল্টে প্রধানমন্ত্রীর ২ কোটি চাকরি সহ সব প্রতিশ্রুতির হিসেব চাইতে শুরু করেন। বিপদ বুঝে বিজেপি নেতারা চাকরির কথা এখন আর মুখে আনছেন না। যদিও রাজ্যকে সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়ার প্রচার তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় মানুষকে ঠিক করতে হবে, তাঁরা বিজেপির এমন জুমলায় বারবার ভুলবেন, নাকি ত্রিপুরার পরিণতি থেকে শিক্ষা নেবেন!

বিজেপি নাকি আসল পরিবর্তন আনবে!

একের পাতার পর

শ্রমিক মারা শ্রমনীতি— কংগ্রেসের এই নীতিগুলির কোনওটার পরিবর্তন বিজেপি করেছে? নাকি তাকে আরও আক্রমণাত্মক করে তুলে সাধারণ মানুষের জীবনে বোঝা আরও বাড়িয়েছে? নতুন কৃষিনীতিতে কৃষকদের সর্বনাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে, গোটা কৃষিব্যবস্থাটিকে একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। শ্রমআইনে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে শ্রমিকদের প্রায় সব ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে মালিকদের হাতে অবাধ শ্রমিক শোষণের অধিকার তুলে দেওয়া হয়েছে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার সামগ্রিক বেসরকারিকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের থেকে শিক্ষার সুযোগকে কেড়ে নেবে। কেন্দ্রের বিজেপি শাসনে মতপ্রকাশের, প্রতিবাদের অধিকার কেড়ে নিয়ে এগুলিকে অপরাধের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতাকেও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বিজেপি শাসনে বেকারি গত ৫০ বছরে সর্বোচ্চ রেকর্ডে পৌঁছেছে। এগুলি কি আসল পরিবর্তন?

বিজেপি যে রাজ্যগুলি শাসন করছে, সেগুলিতে কি আসল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে? দেখা যাচ্ছে সেখানেও কংগ্রেস ভাঙিয়ে আনা নেতারাই বিজেপির সম্পদ। সর্বত্রই তাঁদের শাসনে ধনী-দরিদ্রে বৈষম্য আকাশ ছুঁয়েছে। চুরি-দুর্নীতি-স্বেচ্ছাচারিতা মাত্রাছাড়া আকার নিয়েছে। মহিলাদের উপর খুন-ধর্ষণ অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। গুজরাট মডেল বলতে গুজরাট গণহত্যার কথা যদি ছেড়েও রাখা হয়, কোন মডেল বিজেপি দেখাচ্ছে? বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানের চোখ থেকে হতদরিদ্র বস্তি আড়াল করতে পাঁচিল তোলাটাই মডেল? বেকারি, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্যে গুজরাটের অবস্থান সারা ভারতের গড়ের ওপরে। অন্যদিকে আম্বানি, আদানিদের বিপুল বৈভবও বেড়েছে গুজরটের মাটিতে। এই মডেল দেশের মানুষ চাইতে পারে? ত্রিপুরায় সরকারে বসেই সরকারি চাকরিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। বিজেপি শাসনে অপরাধ এবং নারী নির্যাতনের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে উত্তরপ্রদেশ। পশ্চিমবঙ্গেও কি প্রধানমন্ত্রী এমন পরিবর্তনের কথাই বলতে চেয়েছেন?

একদল মানুষ বুর্জোয়াদের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ভাবছেন, সরকার বদলালেই সমস্যার সমাধান হবে। তাঁরা ভেবে দেখুন, এ দেশে বহুবার সরকার বদল হলেও সাধারণ মানুষের জীবনের কেন কোনও পরিবর্তন হয়নি। স্বাধীনতার পর গত ৭৩ বছরে কেন্দ্রে ও রাজ্যে বহুবার সরকার বদল হয়েছে। কেন্দ্রে ১৯৪৭ থেকে ’৭৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের শাসন ছিল। তার পর এসেছে জনতা পার্টির সরকার। জনতার পর আবার কংগ্রেস, পরে কংগ্রেস পাল্টে যুক্তফ্রন্ট সরকার, তাকে পাল্টে বাজপেয়ীর এনডিএ, তারপর মনমোহন সিংহের ইউপিএ, তারপর আবার এনডিএ। এভাবে সরকার বদলের কত পুনরাবৃত্তি ঘটছে, কিন্তু জনজীবন যে তিমিরে সেই তিমিরেই। কারণ সরকার বদলের দ্বারা পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা পাল্টায় না, অর্থাৎ আসল পরিবর্তন হয় না। রাষ্ট্রযন্ত্র একই থাকবে, একই শাসন প্রণালী থাকবে, একই আর্থিক নীতি বহাল থাকবে, পাল্টাবে কেবল তার পরিচালক ম্যানেজাররা! এটা তো আসল পরিবর্তন হতে পারে না। আসল পরিবর্তন কথাটির অর্থ হল মৌলিক পরিবর্তন, আমূল পরিবর্তন, একেবারে গুণগতভাবে পৃথক নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে, শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে এর অর্থ বর্তমান শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা পাল্টে শোষণহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্তন, যাকে এক কথায় বলা হয় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন। এটা কোনও পুঁজিবাদে বিশ্বাসী কোনও দল আনতে পারে না। তবুও এই ব্যবস্থার মধ্যে নির্বাচিত একটা সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা যদি সৎ হন, যদি দেশের মানুষের প্রতি তাঁদের দরদবোধ থাকে, তা হলে আপেক্ষিক অর্থে হলেও দুর্নীতি কিছুটা কমাতে পারে, জনস্বার্থে কিছুটা কাজ তারা করতে পারে। কিন্তু ভোটবাজ দলগুলির নেতাদের চরিত্রে এসব গুণের চিহ্নমাত্র আছে কি! একমাত্র একটি বিপ্লবী দলের নেতাদের মধ্যেই মাত্র এই সব গুণের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তাই এ বারের নির্বাচনে সৎ, সংগ্রামী, ধর্মনিরপেক্ষ এবং যথার্থ আন্দোলনকারী দলের প্রার্থীদের জয়ী করার পাশাপাশি দরকার জনস্বার্থে সরকারকে কাজ করতে বাধ্য করার জন্য শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা।

কারাবন্দি অবস্থাতেই মৃত্যু কমরেড হরিসাধন মালীর

‘আমি মাথা নত করব না, যতদিন বাঁচব মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া এস ইউ সি আই (সি)-র ঝাণ্ডাকে উঁচুতে তুলে রাখব’— হাসপাতালের বেডে শয্যাশায়ী অবস্থায় করা সেই শপথ রক্ষা করে গেলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার কুলতলি বিধানসভার চুপড়িঝাড়া অঞ্চলের ৯৬ বছরের প্রবীণ পার্টি সদস্য কমরেড হরিসাধন মালী। জেলবন্দি অবস্থাতেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে ১৬ ফেব্রুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।

একদা কংগ্রেস, পরবর্তীকালে সিপিএম সরকারের পুলিশ ও কায়েমি স্বার্থবাজদের ষড়যন্ত্রে মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিত হয়ে ১৬ বছরেরও বেশি জেলেই কাটাতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্রই দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়। সরকারি প্রক্রিয়া মিটিয়ে পরদিন মৃতদেহ জেলা অফিসে আনা হয়। দলের রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি সহ বিভিন্ন গণসংগঠন ও ফোরামের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের পর মরদেহ চুপড়িঝাড়া অঞ্চলের ঘটিহারানিয়াতে নিয়ে গেলে তাঁর শেষযাত্রায় অংশ নেন এলাকার শত শত মানুষ।

রাজ্যে সরকারি ক্ষমতায় বসার আগে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দেবেন। অথচ কমরেড হরিসাধন মালী সহ বহু রাজবন্দির ক্ষেত্রে সরকার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কোনও সদিচ্ছাই দেখায়নি। দীর্ঘ ১৬ বছর কমরেড হরিসাধান মালী বন্দি থাকাকালীন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে বহুবার হাসপাতালে ভরতি করে চিকিৎসা করতে হয়। বাস্তবে জেলে তিনি শয্যাশায়ীই ছিলেন। দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও সৌমেন বসু সহ নেতৃবৃন্দ সরকারের সর্বস্তরে এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে গুরুতর অসুস্থ হরিসাধন মালী সহ সিপিএম সরকারের করা মিথ্যা মামলায় বন্দি সমস্ত রাজবন্দির মুক্তির দাবি করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মিলেছিল, কিন্তু তা রক্ষিত হয়নি। এমনকি শেষ বারেও প্রেসিডেন্সি জেলে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন, শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো একজন বৃদ্ধ মানুষকে তাঁর জীবনের শেষ ক’টাদিন অন্তত পরিবারের স্বজনের সান্নিধ্যে কাটানোর সুযোগটুকু সরকার দিক। সে আবেদনও ব্যর্থ হয়েছে এবং কমরেড হরিসাধন মালীকে কার্যত শহিদের মৃত্যু বরণে বাধ্য করা হয়েছে। ঠিক একই ভাবে আগে সিপিএম সরকারের আমলে জয়নগরের বামনগাছি অঞ্চলের বৃদ্ধ কমরেড বিরূপাক্ষ মণ্ডলকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে কারাগারেই শহিদের মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

প্রয়াত কমরেড হরিসাধন মালীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে ৪ মার্চ ঘটিহারানিয়া বাজারে যেখানে স্থানীয় জোতদারদের ষড়যন্ত্রে চায়ে বিষ দিয়ে ৪ কমরেডকে ‘শহিদ’ করা হয়েছিল, তাঁদের স্মৃতিতে নির্মিত বেদির পাশে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ও প্রাক্তন সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। জেলা নেতৃবৃন্দও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড হরিসাধন মালী লাল সেলাম

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের জেলা সম্মেলন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে ২৭ ফেব্রুয়ারি কন্ট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। উদ্বোধন করেন কমরেড গৌরহরি মিস্ত্রি। সভাপতিত্ব করেন কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল। কর্মচারীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড নারায়ণ চন্দ্র পোদ্দার। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেড আলোকতীর্থ মণ্ডল, অনুপ রায়, পূর্ণেন্দু বিশ্বাস। কমরেড মনজুর আহমেদকে সভাপতি ও কমরেড প্রশান্ত হালদারকে সম্পাদক করে জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

মৌলিক গবেষণা শিকেয়
গো-বিজ্ঞানে মেতে বিজেপি সরকার

দেশ জুড়ে বিজ্ঞানী, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে শেষপর্যন্ত ২৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য গো-বিজ্ঞান প্রচার প্রসার পরীক্ষা বাতিল করতে বাধ্য হল রাষ্ট্রীয় কামধেনু আয়োগ। ধাক্কা খেল কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মদতে চলতে থাকা অপবিজ্ঞানের চর্চা।

ক্ষমতায় বসার পর থেকে সুপরিকল্পিত ভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ধীরে ধীরে দেশে বিজ্ঞানচর্চার পরিসরটিকে ছোট করে আনার অপচেষ্টা শুরু করেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা খাতে ক্রমাগত বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। মাসের পর মাস ধরে ভাতা মিলছে না গবেষকদের। পাশাপাশি বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা সংস্থাগুলির শীর্ষপদে দলীয় অনুগতদের বসিয়ে সেগুলির নিয়ন্ত্রণ দলীয় কব্জায় নিয়ে পৌরাণিক গল্পগাথা ও কুসংস্কারকে বিজ্ঞান বলে চালানোর এবং গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী পিছিয়ে-পড়া ধ্যানধারণার প্রসার ঘটানোর প্রবল অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিজেপি-র তাবড় নেতা-মন্ত্রীরা। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী দাবি করছেন গণেশের শুঁড় অতীত-ভারতবর্ষে প্লাস্টিক সার্জারির উৎকর্ষতার প্রমাণ। গুজরাটে বিজেপি সরকারের স্কুলপাঠ্য বইতে পড়ানো হচ্ছে— মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের জন্ম হয়েছিল অত্যাধুনিক স্টেম-সেল পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে বিজেপি-ঘনিষ্ঠ এক লেখক মহাভারতের যুগে ভিনগ্রহে পাড়ি দেওয়ার বিমান থাকার উদ্ভট তত্ত্ব হাজির করছেন নির্দ্বিধায়, জোর গলায়।

এরই সঙ্গে দেশ জুড়ে অবাধে চলেছে গো-বন্দনা। বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন হওয়ার পর থেকে সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত জায়গা পাচ্ছে গোরু। কখনও প্রকাশিত হচ্ছে গোময়-গোমূত্রের উপকারিতা কিংবা গোরুর দুধে সোনা মেলার কথা প্রচার করে বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের অমৃতবাণী। করোনা নিয়ন্ত্রণে রীতিমতো ঘটা করে চলেছে গোমূত্র-পার্টি। বহু মানুষের খাদ্যাভ্যাসের অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যে রাজ্যে দলীয় দাপট খাটিয়ে গুণ্ডা লেলিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে গো-মাংসের বেচাকেনা। স্বঘোষিত গোরক্ষা বাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ৪৩ জন মানুষ, আহত প্রায় ১৫০ জন। ধিক্কার উঠেছে দেশ জুড়ে। অথচ প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ সরকারের কর্তাব্যক্তিদের কাউকে নিন্দাসূচক একটি বাক্যও উচ্চারণ করতে শোনা যাচ্ছে না। ২০১৯ সালে নরেন্দ্র মোদির প্রথম দফার শাসনে কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধজাত পণ্য মন্ত্রকের অধীনে তৈরি করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় কামধেনু আয়োগ। সেখানকার চেয়ারম্যান বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের সুরে সুর মিলিয়ে গোরুর অশেষ গুণাগুণ প্রচারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। গোবর দিয়ে তৈরি চিপ প্রকাশ করে দাবি করেছেন, এই চিপ মোবাইলের ক্ষতিকর বিকিরণ রোধ করার ক্ষমতাসম্পন্ন। গোরু নিয়ে 'চেতনা' বাড়ানোর লক্ষ্যে এই আয়োগই ২৫ ফেব্রুয়ারি 'কামধেনু গো-বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসার পরীক্ষা' নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। ১২টি আঞ্চলিক ভাষায় ১০০ নম্বরের এই পরীক্ষার পাঠ্যসূচি ও অবৈজ্ঞানিক হাস্যকর তত্ত্বে ঠাসা স্টাডি মেটিরিয়ালস দেওয়া হয়েছিল আয়োগের ওয়েবসাইটে।

দেশের মানুষ এ হেন কাজ-কারবার বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবে না বুঝে শাসক দলের নির্দেশে কামধেনু আয়োগের পাশে দাঁড়িয়েছিল খোদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এর সচিব স্বয়ং চিঠি লিখে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে গো-বিজ্ঞান পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের বসার জন্য উৎসাহিত করা হয়। এতে দেশের চূড়ান্ত বিস্মিত ও বিরক্ত শিক্ষিত সমাজ ব্যাপক প্রতিবাদ জানায়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় সাফ জানিয়ে দেয়, এ পরীক্ষা তারা নিতে পারবে না। প্রতিবাদ ওঠে অসংখ্য বিজ্ঞানসংস্থা ও ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-অধ্যাপক-অভিভাবক মহল থেকে। শেষে নতি স্বীকার করে কামধেনু আয়োগ ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেয়, অনির্দিষ্টকালের জন্য এই পরীক্ষা স্থগিত রাখা হল।

আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন দেশের শিক্ষিত মহল। কিন্তু এ স্বস্তির মেয়াদ যে দীর্ঘস্থায়ী হবে না, তা বোঝা কঠিন নয়। কারণ, বিজেপির মতো দক্ষিণপন্থী গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী একটি দল, যাদের মডেল হিটলার, তাদের ভাবাদর্শের মূল ভিত্তিই হল বিজ্ঞানবিরোধী পিছিয়ে পড়া চিন্তাধারা, অ-বিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান ও কুসংস্কার। একটি ফ্যাসিবাদী দল হিসাবে এরা বিজ্ঞানের ততটুকুই গ্রহণ করে, যেটুকু প্রযুক্তির উন্নতির জন্য প্রয়োজন। উন্নত কারিগরি জ্ঞানের সঙ্গে কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীনপন্থী চিন্তাধারার মিশেলেই গড়ে ওঠে ফ্যাসিবাদী দলগুলির চিন্তাজগৎ। বিজেপি এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাই একদিকে মহাকাশ পাড়ি দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক রকেট, 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' বানানোর নামে অহঙ্কারী আত্মপ্রচারের পাশাপাশি পৌরাণিক গল্পগাথাকে অতীত-ভারতে বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতি বলে নির্দ্বিধায় প্রচার করেন স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী। ব্যাপক সংখ্যক মানুষ গরিবি-বেকারি-অশিক্ষা-চিকিৎসাহীনতায় মরে মরুক, গো-মাতার উন্নয়নকল্পে একের পর এক প্রকল্প উদ্বোধনে ব্যস্ত থাকেন রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রী ভক্ত সন্তানরা। এঁরা 'গো-বিজ্ঞান'-এর প্রসারে উদ্বাহু হবেন না তো কারা হবেন!

যদিও এঁদের 'গো-ভক্তি'-র ভিতরে সততা কতটা আছে তা নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠে গেছে। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ইত্যাদি বিজেপিশাসিত রাজ্যে সরকারি গোশালায় অসংখ্য গোরু বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। খেতে না পাওয়া কঙ্কালসার গোরুর ছবি বেরিয়ে গেছে সংবাদমাধ্যমে। চাষিদের কাছে গোরু সম্পদ হলেও সময়মতো তাকে বিক্রি করতে না পারলে খরচ টানা দুষ্কর হয়ে ওঠে। এদিকে আইন করে গোরু বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে বিজেপি। এই অবস্থায় অকেজো বৃদ্ধ গোরুর খরচ চালাতে না পেরে অনেকেই পোষা জীবগুলিকে ছেড়ে দিয়ে আসছেন যেখানে সেখানে। এইসব বেওয়ারিশ গোরুর চাষের খেতে ঢুকে পড়া আটকাতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কৃষকরা পর্যন্ত খেত ঘিরে ইলেকট্রিক তার পেতে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। গোভক্তির নামে এভাবেই নিরীহ পশুগুলিকে মর্মান্তিক দুর্দশায় ফেলেছে বিজেপি।

এ সব কিছুর পিছনে আসলে যে চিন্তা কাজ করছে, তা হল ভোটে কিছু সুবিধা পাওয়া। বেদের সুক্তগুলিতে ও পুরাণ-কাহিনিতে যতই সাধারণ মানুষ ও মুনি-ঋষিদের গো-মাংস ভক্ষণের উল্লেখ থাক, পরবর্তী সময়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের একটা অংশের কাছে গোরু দেবতা হিসাবে পূজিত হয়। মৃত্যুর পর গোরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হয়ে স্বর্গে যাওয়া যায় বলেও বিশ্বাস করেন অনেকে। নির্বাচনে এই অংশের মানুষের অন্ধ সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে বিজেপি গোভক্তির এমন পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে। তাদের আরও উদ্দেশ্য গোরুকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিরোধিতা চাগিয়ে তোলা, যা ভোট-রাজনীতিতে মেরুকরণে সাহায্য করবে। সেই উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞানের যথার্থ প্রসারকে পিছনে ঠেলে কামধেনু আয়োগের পিছনে রাজকোষের বিপুল টাকা ঢালছে বিজেপি সরকার। গো-চেতনা প্রসারে জনগণের ট্যাক্সের টাকার বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। কিন্তু গরিবি, বেকারি সহ জনজীবনের মূল সমস্যাগুলি যেভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছে, যেভাবে ধনী ১ শতাংশ আর না খেতে পাওয়া ৯৯ শতাংশের মধ্যে চূড়ান্ত বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে, বিক্ষোভ বাড়ছে, তাতে গোরুর লেজ ধরে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার স্বপ্ন বিজেপির অধরাই থেকে যাবে।

নির্ভয়া তহবিলের টাকার নয়ছয় চলছে

প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়তে বাধ্য অসংখ্য নারী নির্যাতনের ঘটনা। ছোট শিশু থেকে বৃদ্ধা কেউই রেহাই পাচ্ছে না। শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, খুন, এমনকি বীভৎস অত্যাচার করে খুনের ঘটনা ঘটে চলেছে। এই সব খবর প্রতিটি সংবেদনশীল মানুষকে উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত করে। নারীরা আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভীষণভাবে আতঙ্কিত। প্রশাসন ও সরকার নারীদের নিরাপত্তা দিতে শুধু ব্যর্থ তাই নয়, অভাব তাদের সদিচ্ছা নিয়েই। যার প্রমাণ আবারও পাওয়া গেল 'নির্ভয়া তহবিল' নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'অক্সফ্যাম'-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে।

দেখা যাচ্ছে, গত তিন বছরে নির্ভয়া তহবিলের টাকা খরচই করা হয়নি। এই খাতে দেওয়া কেন্দ্রের টাকা কোথায় যাচ্ছে? সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদেরও কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। দেখা গেছে এই তহবিলের অর্থ এমন এমন খাতে ব্যবহার হয়েছে, যার সঙ্গে নারী কল্যাণের সরাসরি কোনও যোগই নেই। ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষের বাজেটে কেন্দ্র নির্ভয়া তহবিলের জন্য বরাদ্দ করেছিল ৪৩৫৭ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। এর বেশিটাই বরাদ্দ হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জন্য। ফরেন্সিক ল্যাবের উন্নয়ন, বিপর্যয় মোকাবিলা, সাইবার অপরাধ মোকাবিলার পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো খাতে ব্যবহার করা হয়েছে টাকা। নারী ও শিশু কল্যাণ, তথ্যপ্রযুক্তি, আইন ইত্যাদি মন্ত্রকের মাধ্যমে নির্ভয়া তহবিলের টাকা খরচ হওয়ার কথা। রিপোর্ট বলছে, বেশিরভাগ মন্ত্রকই সে টাকা খরচ করেনি। কিছু সিসিটিভি ও পথবাতির ব্যবস্থা করে দায় সেরেছে। পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকা নিয়েও অভিযোগ করা হয়েছে রিপোর্টে। দেখা যাচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্তদের ৬০ শতাংশের পাশে দাঁড়াতে গেলেও যে টাকা প্রয়োজন, তার ২৫ শতাংশও বরাদ্দ হয়নি। সরাসরি মহিলারা উপকৃত হবেন এমন প্রকল্প অর্থাৎ মহিলাদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট, আশ্রয় শিবির বা হেল্পলাইন তৈরির জন্য বরাদ্দের পরিমাণ নামমাত্র। এই খাতে বরাদ্দ এ'বছরের মোট বাজেট বরাদ্দের ০.০৭ শতাংশেরও কম। নির্যাতিতা মেয়েদের আশ্রয় শিবির থাকলেও সেখানে প্রশিক্ষিত কর্মী নেই। 'রেপ কিট', যা ধর্ষণের প্রমাণ সংগ্রহ করতে লাগে তা রাখার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই। এমন অবস্থা যে নির্যাতিতাকে ছিন্নভিন্ন পোশাকে উদ্ধার করা হলেও তাকে নতুন পোশাক পর্যন্ত দেওয়া যাচ্ছে না। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে গেলে পুলিশের যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তাতেও বিরাট ঘাটতি রয়েছে। নারীদের কল্যাণে সরকার কতটা দায়সারা মনোভাব নিয়ে চলে, এ চিত্রেই তা পরিষ্কার।

২০১২ সালে দিল্লিতে এক প্যারামেডিকেল ছাত্রী 'নির্ভয়া'কে পাশবিক অত্যাচারে ছিন্নভিন্ন করেছিল একদল দুষ্কৃতী। দেশজোড়া লাগাতার আন্দোলনের চাপে কংগ্রেস সরকার বাধ্য হয়েছিল নির্ভয়া তহবিল ঘোষণা করতে। এই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, সেই তহবিলের অর্থের অপব্যবহার হচ্ছে। এমনকি নির্ভয়ার মা আশাদেবীও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'মহিলাদের নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নের বদলে রাস্তা তৈরির মতো কাজে ব্যবহার হচ্ছে নির্ভয়া তহবিলের টাকা।'

ন্যাশনাল ক্রাইম বুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী নারীর উপর অপরাধের ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। ২০১৮-১৯ সালে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ বেড়েছে ৭ শতাংশ, ভারতে প্রতিদিন গড়ে ৮৭টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। বাস্তব চিত্র যখন এইরকম ভয়াবহ, তখন যে কোনও গণতান্ত্রিক সরকারের উচিত ছিল সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়ে নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, সংবেদনশীল মন নিয়ে নির্যাতিতার পাশে দাঁড়ানো, পর্যাপ্ত সংখ্যায় আশ্রয় শিবির খোলা, সেখানে উপযুক্ত চিকিৎসা ও থাকার পরিকাঠামো রাখা, অপরাধীদের দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা। নির্ভয়া তহবিলের টাকায় এ সবের কিছুটা হলেও করা যেত। সরকারি প্রশাসনের নির্লজ্জ উদাসীনতায় সেটুকুও করা হচ্ছে না।

আটের পাতায় দেখুন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এআইডিএসও-র সম্মেলন

১২ মার্চ অনুষ্ঠিত হল এআইডিএসও-র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের একাদশতম ছাত্র সম্মেলন। শিক্ষা ধ্বংসকারী জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ বাতিল সহ দেশের শ্রমিক কৃষক ও প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের উপর কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে ভয়াবহ আক্রমণ নামিয়ে আনছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এই সম্মেলন। সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপি ও সংঘ পরিবারের বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান জানায় এই সম্মেলন। ছাত্রী ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় সম্মেলনে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা।

কমরেড মুস্তাক আহমেদ মোল্লাকে সভাপতি, কমরেড অনন্যা নন্দীকে সম্পাদক ও কমরেড আর্য দত্তকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৮ জনের শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। নবনির্বাচিত কমিটি আগামী দিনে ক্যাম্পাসে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা সহ যুক্ত আন্দোলন ও যে কোনও সামাজিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে বদ্ধপরিকর।

রেল বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে আন্দোলন

৪ মার্চ চিত্তরঞ্জন রেল শহরে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সি এল ডব্লিউ মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রেল সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক রেল কর্মচারীর উপস্থিতিতে প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শান্তি ঘোষ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সব্যসাচী গোস্বামী।

ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড প্রণবেশ দত্তের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অর্ধেন্দু মুখার্জী বর্তমান পরিস্থিতি ও করোনা অতিমারির সময়ে ইউনিয়নের কাজকর্মের উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন। সভায় নয়া পেনশন স্কিম নিয়ে আলোচনা হয়।

নারী নির্যাতন ঃ এআইএমএসএসের তীব্র প্রতিবাদ

এ রাজ্যের ক্যানিংয়ে এবং বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দুটি নারী ধর্ষণের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কল্পনা দত্ত ১১ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, ক্যানিং-এ এক গৃহবধূ মন্দিরে পূজোর জন্য মিষ্টি কিনতে গিয়ে ধর্ষিতা হন। আবার গত ৮ মার্চ উত্তরপ্রদেশের কানপুরে ১৩ বছরের এক কিশোরী ঘাস কাটতে গিয়ে গণধর্ষিতা হন। অভিযুক্তদের দু'জন পুলিশকর্মীর ছেলে। উত্তরপ্রদেশের ধর্ষিতা মেয়েটিকে ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে নিয়ে যাওয়ার সময় তার বাবাকে ট্রাক চাপা দিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীচক্র। যাতে পুলিশে অভিযোগ করা না হয়, সে জন্য আগে থেকেই মেয়েটির পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বলে জানা গেছে।

তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গে ও বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে নারী নির্যাতনের বীভৎস ঘটনা নির্বিচারে একের পর এক ঘটে চলেছে। উভয় প্রশাসনই দায় এড়ানোর চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, এতে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন। এই ন্যক্কারজনক ঘটনাগুলিকে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং সরকারগুলির কাছে নিজ নিজ রাজ্যে নারীর সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত

তমলুক ঃ ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পূর্ব মেদিনীপুরে তমলুকের মানিকতলায় মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাদদেশে এআইএমএসএস-এর উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নারী নির্যাতন বন্ধ ও মেয়েদের সম-অধিকার ইত্যাদি দাবিতে এবং পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বক্তারা সোচ্চার হন। মানিকতলা চত্বরে একটি মিছিল হয়। এছাড়াও কাঁথি, পাঁশকুড়া, মেছেদা, রামতারক হাটে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করে এআইএমএসএস।

বহরমপুর ঃ ৮ মার্চ রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয় মুর্শিদাবাদ জেলার রোকেয়া ভবনে। আলোচনার পাশাপাশি নারীদের ক্ষমতায়নে নারী দিবসের তাৎপর্য নিয়ে একটি গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

দল বদলানো সাংসদ-বিধায়কদের সম্পত্তি বেড়েছে ৩৯ শতাংশ

একটি দলের টিকিটে তাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে যোগ দেন অন্য দলে। তারপর তাদের সম্পত্তিও বেড়েছে প্রচুর। ২০১৬ সাল থেকে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা এবং দেশের সংসদের মোট ৪৪৩ জন সদস্য রয়েছেন এই তালিকায়। সমীক্ষা সংস্থা 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস' (এডিআর)-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষা রিপোর্টে এ কথা জানানো হয়েছে।

দলত্যাগী বিধায়কদের মধ্যে প্রায় ৪৫ শতাংশরই গন্তব্য বিজেপি। রিপোর্ট জানাচ্ছে, গত পাঁচ বছরে কর্ণাটক, মণিপুর, গোয়া, অরুণাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র সহ বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস বিধায়করা দল বেঁধে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটকের পাশাপাশি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির সরকারের পতন হয়েছে বিধায়কদের দলবদলের ফলে।

দলত্যাগীদের তালিকায় ৪০৫ জন বিধায়ক, ১২ জন লোকসভার সাংসদ এবং ১৭ জন রাজ্যসভা সাংসদ রয়েছেন বলে জানাচ্ছে এডিআর রিপোর্ট। ১২ জন লোকসভা সাংসদের মধ্যে বিজেপির ৫ জন। অন্যদিকে, রাজ্যসভার দলত্যাগীদের মধ্যে ৭ জন কংগ্রেসের। এডিআর রিপোর্টে বলা হয়েছে, দলত্যাগী সাংসদ-বিধায়কদের সম্পত্তি গড়ে ৩৯ শতাংশ বেড়েছে। সূত্র ঃ এবিপি, নয়াদিল্লি ১১ মার্চ ২০২১

সিএমওএইচ-কে ডেপুটেশন

উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়াগাঁও প্রাথমিক হাসপাতালে অবিলম্বে ৪ জন ডাক্তার নিয়োগ, ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা সহ রোগী ভর্তির ব্যবস্থা করা,প্যাথলজি বিভাগ চালু করা, আধুনিক পরিষেবা সহ ডেলিভারি পয়েন্ট চালু করা, সাপে কাটা, কুকুরে কামড়ানোর ইনজেকশনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি দাবিতে ৩ মার্চ উত্তর দিনাজপুর সিএমওএইচ-কে গণডেপুটেশন দেয় হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের গোয়ালপোখর ব্লক কমিটি। শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সম্পাদক ফনেশ সিংহ, মজেবুল, রঘু সিংহ, দীনেশ সিংহ, শ্যামল দত্ত প্রমুখ।

বজবজ লাইনে নাগরিক আন্দোলনের জয়

লকডাউন প্রত্যাহারের পর বিগত ছ'মাস বজবজ-শিয়ালদহ শাখায় ৩২ জোড়া ট্রেনের জায়গায় ১৮ জোড়া চালানো হচ্ছিল। সকাল ১০টা ২৪ এর পর বিকাল ৪টা ১৯-এ চলছিল পরবর্তী ট্রেন। দীর্ঘ সময় ট্রেন না থাকায় যাত্রী সহ রিক্সা চালক, অটো চালক হকার সকলেই চরম অসুবিধায় পড়েন। গড়ে ওঠে নাগরিক প্রতিরোধ (প্রস্তুতি) কমিটি। গণসাক্ষর সংগ্রহ করে বজবজ ও নুঙ্গী স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএমের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সাথে সাথে দীর্ঘদিন বন্ধথাকা বজবজ স্টেশনের দ্বিতীয় গেট যাত্রীসাধারণের জন্য খুলে দাবি জানায় কমিটি। টালিগঞ্জ স্টেশনেও এক সপ্তাহ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে স্টেশন মাস্টারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ১৪ জানুয়ারি নিউ আলিপুর ও লেক গার্ডেন্স স্টেশন মাস্টারকেও ডেপুটেশন দেয় নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ। অবশেষে ৮ মার্চ থেকে ২৮ জোড়া ট্রেন চালুর ঘোষণা করে রেল কর্তৃপক্ষ। বজবজের দ্বিতীয় গেটও খুলে দেওয়া হয়।

আন্দোলনরত মানুষকে অভিনন্দন জানাতে ১০ মার্চ বজবজ স্টেশন চত্বরে নাগরিক প্রতিরোধ কমিটির সভায় প্রতাপ খাঁড়াকে সভাপতি, সুজয় দাসকে সম্পাদক, সাফিউদ্দিন মোল্লাকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৭ জনের কমিটি গঠন করা হয়। অটো চালক ও ট্রেনযাত্রীদের মধ্য থেকে সহসভাপতি এবং সহসম্পাদক নির্বাচন করা হয়। কমিটি ঘোষণা করে যাত্রীদের স্বার্থে আন্দোলনকে শাক্তিশালী করা হবে।

দাবি আদায় করলেন ছাত্ররা

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিটির আন্দোলনের চাপে জয়পুরিয়া এবং ফকিরচাঁদ কলেজের ষষ্ঠ সেমেস্টারের রেজাল্ট প্রকাশ করল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গাফিলতির ফলে দুটি কলেজের সব মিলিয়ে প্রায় দু'শোরও বেশি ছাত্রছাত্রী চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। তাদের ছাত্রজীবনের একটা বছর পুরোপুরি নষ্ট হতে চলেছিল।

এই পরিস্থিতিতে প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয় এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা সমাধান না করে কলেজের ওপর দোষ চাপিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিটির দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে সিন্ডিকেটের মিটিং করে এই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অবশেষে ১০ মার্চ কলেজগুলির কাছে রেজাল্ট পাঠাল তারা।

কমসোমলের শিশু-কিশোর উৎসব

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমসোমলের উদ্যোগে ১০-১১ মার্চ পঞ্চম বর্ষ 'শিশু-কিশোর উৎসব' হয় মেছাদার বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি হলে। অংশগ্রহণ করে দেড় শতাধিক শিশু-কিশোর। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন দলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্পাদিকা কমরেড অনুরূপা দাস। ছোট থেকে কীভাবে স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া দরকার— এই বিষয়ে আলোচনা করেন ডাঃ মেহেতাব আলি। উপস্থিত ছিলেন কমরেডস জীবন দাস, সুব্রত দাস, মন্মথ দাস প্রমুখ। দ্বিতীয় দিন আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমরেড অনুরূপা দাস, কমরেড সন্তোষ মাইতি, বিশিষ্ট শিল্পী অসিত সাঁই, শিক্ষক বাপ্পা মান্না, কমসোমলের রাজ্য বডির সদস্য তনুশ্রী বেজ, নীলিমা খাঁড়া, সুদর্শন মান্না। উৎসবের খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড অনুরূপা দাস বলেন 'ছোটবেলা থেকেই বড় মানুষদের জীবন চর্চা করার মধ্য দিয়ে মানুষ হতে হবে।'

আমার সন্তানের হাতটা তোমরাই ধোরো

আবেদন ঝাড়গ্রামের দরিদ্র মায়ের

ভোটের প্রচার চলছে ঝাড়গ্রামে। অন্যান্য দলগুলির প্রার্থীদের যখন জাঁকজমকের শেষ নেই। এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী অর্চনা সাঁই সহ দলের কর্মীরা জোর দিয়েছেন প্রতিটি ঘরে ঘরে বিশেষত গরিব, খেটেখাওয়া মানুষের কাছে পৌঁছানোর উপর। মানুষও সমর্থন দিচ্ছেন অন্তর থেকে। এমনই এক প্রচারের দিন, দলের কর্মীরা পেলেন এক অপূর্ব স্নেহের পরশ। ঝাড়গ্রাম শহরের গরিব পরিবারের এক মহিলা দলের কর্মীদের রাস্তা থেকে ডেকে এনে বললেন বাবা তোমরা রৌদ্রে ঘুরছো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আন্দোলন করো, দেখি, আজ আমার বাড়ির পাস দিয়ে যাচ্ছ। একটু শরবত খেয়ে যাও। তাঁর ছেলে দর্জির কাজ করে কোনও রকমে সংসার চালায়। কিন্তু অতি কষ্টের সংসারের খরচ থেকেও বাঁচিয়ে ৫০ টাকা দিলেন চাঁদা হিসাবে। বললেন, 'মদ বিরোধী আন্দোলনে আমাকে ডেকো যত দূর যেতে হয় আমি যাবো'।

শহরের এক মধ্যবিত্ত বাড়িতে হল একটু অন্য অভিজ্ঞতা। তিনি চান বিদ্যাসাগরের চর্চা হোক। বললেন, বিদ্যাসাগরকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তোমরাই করছো। আমিও বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা করি। তাঁর আদর্শে আমি চাই দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে। ফোন নাম্বার দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন সময় পেলেই যেতে।

শহরেরই একটি বস্তি এলাকায় ছেলেকে নিয়ে থাকেন এক মা। হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে আয়ার কাজ করে সংসার চালান। চান ক্লাস ইলেভেনে পড়া একমাত্র সন্তানটিকে মানুষ করে তুলতে। দলের কর্মীদের দেখে গভীর আবেগ তাঁর। জানতে চান, 'তোমাদের দলের ছেলেমেয়েরা এত সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে কী ভাবে'? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনেছেন, কীভাবে আন্দোলনের পাশাপাশি দলের কর্মীরা পাড়ায় স্টাডি সার্কেল পরিচালনা করেন, কী ভাবে বড় মানুষদের জীবনী দেশ-বিদেশের সাহিত্য পাঠ ও তা অনুশীলনে ছাত্র-যুবকদের অনুপ্রাণিত করে দল।

অনুরোধ করেছেন ওই পাড়ায় গিয়ে তাঁর ছেলের বন্ধুদের নিয়েও এমন কর্মসূচি নেওয়ার। চাইছেন সন্তানের হাতটা ধরা থাক সঠিক হাতে। বোঝা যায় ভোটবাজ দলগুলো জিতবে ২ মে, নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিনে। কিন্তু এস ইউ সি আই (সি) দল মানুষের মনে জিতে গেছে ভোটের বহু আগেই।

পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড তাপস মিশ্র মনোনয়ন পেশ করতে চলেছেন

১২ মার্চ হাওড়া জেলার বাগনান, শ্যামপুর, আমতা কেন্দ্রের প্রার্থীরা উলুবেড়িয়া ১ ব্লক অফিসে এবং উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র প্রার্থী উলুবেড়িয়া মহকুমা অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দেন। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলার সম্পাদিকা কমরেড মিনতি সরকার ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জীবন দাস। এই জেলার বাগনান, আমতা, শ্যামপুর ও উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রে প্রার্থী যথাক্রমে পম্পা সরকার (বেরা), সঞ্জীব সাঁতরা, প্রদীপ মণ্ডল ও জয়ন্ত খাটুয়া।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় নৈরাজ্য, প্রতিবাদ এআইডিএসও-র

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় ও পঞ্চম সেমিস্টারের চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা নিয়ে চলছে ব্যাপক নৈরাজ্য। বহু ছাত্রছাত্রী অ্যাডমিট কার্ড পাননি। কলকাতার নেতাজিনগর গার্লস কলেজ ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বহু ছাত্রছাত্রী অ্যাডমিট কার্ড না পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কলেজ স্কোয়ারে বসে পরীক্ষা দেন। এর ফলে তাঁরা তাঁদের রোল নম্বর পরীক্ষার খাতায় লিখতে পারলেন না। এআইডিএসও-র কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড আবু সাইদ এর তীব্র নিন্দা করে দাবি করেছেন, অবিলম্বে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে দ্রুত অ্যাডমিট কার্ড দিতে হবে, সম্পূর্ণ নতুন ভাবে উপযুক্ত পরিকাঠামো সহ পরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

জেলায় জেলায় মনোনয়ন পেশ

পূর্ব মেদিনীপুরে দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন পেশ করতে চলেছেন

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে মহকুমা শাসক দপ্তরে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যাচ্ছেন রঘুনাথপুর, কাশীপুর ও পাড়া কেন্দ্রের এসইউসিআই (সি) প্রার্থীরা

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে হাসপাতাল মোড় থেকে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীরা মিছিল করে তমলুক মহকুমা শাসকের কাছে প্রার্থীপদ দাখিল করতে আসেন ৫ মার্চ। তমলুকের প্রার্থী জ্ঞানানন্দ রায় ও নন্দকুমারের প্রার্থী সৌমিত্র পট্টনায়েক মনোনয়নপত্র জমা দেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক অফিসে ময়না বিধানসভার প্রার্থী সুব্রত কুমার বাগ, চণ্ডীপুর বিধানসভার প্রার্থী স্বপন কুমার ভৌমিক, পূর্ব পাঁশকুড়ায় চন্দ্রমোহন মানিক, পশ্চিম পাঁশকুড়ায় সুনীল কুমার জানা

মনোনয়ন জমা দেন। এছাড়াও হলদিয়া মহকুমা শাসকের কাছে হলদিয়া কেন্দ্রে নারায়ণ প্রামাণিক, মহিষাদল কেন্দ্রে তপন কুমার মাইতি এবং নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে মনোজ দাস প্রার্থীপদ দাখিল করেন।

পাঠকের মতামত

সিংঘু বর্ডার থেকে

‘হেথায় দাঁড়ায়ে দু’বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে’— বলেছিলেন কবিগুরু। আর সেই নরদেবতাকে চাক্ষুষ করার সুযোগ হল দিল্লি বর্ডারে, কিসান আন্দোলনে। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম সেখানে মেডিকেল ক্যাম্প চালাচ্ছে একেবারে শুরু থেকেই।

এসডিএফ -এর তৃতীয় মেডিকেল টিম হিসেবে কলকাতা থেকে দিল্লি পৌঁছলাম ১৭ ফেব্রুয়ারি। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে আরও ৪১ কিলোমিটার সিংঘু বর্ডার, আমার গন্তব্যস্থল। আগে অনেক সহজে ট্যাক্সি নিয়ে সরাসরি যাওয়া যেত সেখানে। এখন ব্যারিকেড করে, রাস্তা কেটে দেওয়ায় ঘুরপথে পৌঁছাতে হচ্ছে। এয়ারপোর্ট থেকে মেট্রোতে জাহাঙ্গিরপুর, সেখানে থেকে অটোতে বর্ডারের আগে প্রথম পুলিস ব্যারিকেড, সেখান থেকে এক কিলোমিটার হেঁটে দ্বিতীয় ব্যারিকেড, তারপর কাটা অংশ পেরিয়ে আবার ই-রিক্সাতে কুণ্ডলি বর্ডার— যেন এক যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে চলেছি।

বেশ ক্লান্তি নিয়েই ক্যাম্পে এসে পৌঁছালাম। কিন্তু পথের ক্লান্তি অনেকটা দূর হয়ে গেল সকলের উষ্ণ অভ্যর্থনায়। একে একে সবার সাথে পরিচয় হল। মেডিকেল ক্যাম্পের মূল কারিগর ডাঃ অংশুমান মিত্র, এছাড়া ক্যাম্প ইনচার্জ অজিতদা, নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের ডাঃ অনীক, ফার্মাসিস্ট বন্ধু দেবু এবং প্রকাশ, সিস্টার নিধি, রাই সিংহ, মহেশ এবং তার সাথে সাথে স্থানীয় কলেজের কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক পড়ুয়া। সেদিনই গিয়ে পৌঁছলেন বেলপাহাড়ির গ্রামীণ চিকিৎসক তারাপদদা। এর মধ্যে আমরা কয়েক জন বাংলার। আর বাকিরা বেশিরভাগ মধ্যপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের। সবাই একটা টিম হিসেবে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে এসেছেন দেখে ভাল লাগল।

দিল্লি হরিয়ানা হাইওয়ের উপরেই অন্তত ৬-৭ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে প্রায় লাখ খানেক কৃষক অবস্থান করছেন। সময়ে সময়ে তা আরও বাড়ে। এখন চাষ-আবাদের সময়, তাই লোক কিছু কম। দেখলাম, কিছু লোক আছেন মূল ধরনা-মঞ্চের কাছে, বিশাল তাঁবুতে। তারপর ছোট বড় অসংখ্য তাঁবু। বয়স্ক ও মহিলাদের জন্য খাট, বাকিদের জন্য নিচে ঢালাও বিছানা। একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ আছেন ট্রাকের উপর, ত্রিপল/চাঁদোয়া/কাপড় টাঙিয়ে, সেখানে ঘর বানিয়ে। পুরো এলাকা জুড়েই এ রকম কয়েক হাজার ট্রাক-ঘর। মাসের পর মাস সেখানেই অস্থায়ী সংসার। রাস্তার ধারে ধারে তৈরি হয়েছে অসংখ্য শৌচালয় বা মোবাইল টয়লেট। রাস্থার দু’পাশের ড্রেনেজ সিস্টেমটা নিজেরাই সংস্কার করে নিয়েছেন এঁরা, সেগুলো পালা করে নিয়মিতভাবে পরিষ্কারও রাখছেন।

গত তিন মাস ধরে এখানে অসংখ্য লঙ্গর চলছে। সব রকম খাওয়া পুরোপুরি ফ্রি। শুধু আন্দোলনরত কৃষকই নন, আশেপাশের গ্রামের থেকে বিভিন্ন মানুষ কাজের সূত্রে সেখানে আসা কেউ কিংবা রাস্তার ভিখারি পর্যন্ত, যেই এসে দাঁড়াক, তাদের খাইয়ে যাচ্ছেন ওঁরা। শুধুমাত্র পরিস্রুত জলের জন্যই বেশ কয়েকটা ‘আর ও’ প্ল্যান্টও ইতিমধ্যেই বসে গেছে। দীর্ঘমেয়াদী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন ধীরে ধীরে।

আরও নানা পরিষেবাও চলছে পাশাপাশি। বিনা পয়সায় বিলি হচ্ছে কম্বল, শীত পোশাক, টুপি, গামছা, জুতো, মোজাও। কোথাও ধোলাই কাউন্টার হয়েছে, জামা কাপড় দিয়ে গেলে এমনিতেই কেচে দিচ্ছেন তাঁরা, কোথাও কেউ ফ্রি সেলুন খুলে বসেছেন তো কোনও জায়গায় ফ্রি-তে জুতো সেলাই, পালিশ— বিস্ময়ে দেখার মতো। গাঁও থেকে যে যখন যেমন ভাবে যা পারছেন, পাঠাচ্ছেন। রোজ সকালে ট্রাক আসে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানের বিভিন্ন গ্রাম থেকে। আর তাতে করেই আসে কাঁচা সব্জি থেকে আনাজ, চাল, আটা, ডাল, দুধ। বিভিন্ন লঙ্গরের সামনে দাঁড়িয়ে জিনিস নামিয়ে দিয়ে যায় এরা।

আমাদের মেডিকেল ক্যাম্পটি মূল মঞ্চের ঠিক পিছনে। ২ ডিসেম্বর থেকে এই ক্যাম্প চালু হয়েছিল। এবং এখানে এটাই প্রথম মেডিকেল ক্যাম্প। পরবর্তীকালে আরও বেশ কয়েকটি ক্যাম্প বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে চালু হয়। এমনকি তাঁবু দিয়েই একটি দশ বেডের হাসপাতালও তৈরি হয়েছে সম্প্রতি। যাই হোক প্রথম ক্যাম্প হিসেবে আমাদের একটা আলাদা জায়গা ছিল এদের কাছে। রোজ সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত আউটডোর ভিত্তিতে রোগী দেখা হত। আর তারপর শুধুমাত্র ইমারজেন্সি। প্রথম দিকে, যখন আর কোনও ক্যাম্প ছিল না, এক একদিনে চারশোরও বেশি রোগী এসেছেন, এখন আসছেন গড়ে দেড়শো। প্রায় সব রকম ওষুধই আমরা দিতে পেরেছি রোগীদের। আমাদের ডাক্তাররা বহু জায়গায় ঘুরে ঘুরে ওষুধ সংগ্রহ করেছেন। স্থানীয় মেডিকেল কোম্পানিগুলোও হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

এমনও মানুষের সাথে আলাপ হল, যাঁর তিনতলা বাড়ি আছে, চারচাকায় যাতায়াত করেন। অথচ কি অবলীলায় এখানে এসে রাস্তা সাফ করছেন আর রাত পাহারা দিচ্ছেন। পুরো কাজটাই হয়ে চলেছে দারুণ সুশৃঙ্খল ভাবে। পাঁচ দিন ছিলাম। কোথা দিয়ে কেটে গেল দিনগুলো বুঝতেই পারলাম না। এমন আতিথেয়তায় আপন করে নিয়েছিলেন এঁরা। ফিরে আসার পরেও অদ্ভুত ভালোলাগায় ভরে আছে মনটা। আমি আন্দোলনের সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলছি না। গণতান্ত্রিক দেশে নিজেদের অধিকারের দাবিতে আন্দোলনের অধিকার সবার আছে, সেটাই ওঁরা করছেন। যেটা দেখার মতো, শেখার মতো সেটা হল ওঁদের এই মাটি কামড়ে পড়ে থাকার মানসিকতা। নিজেরা যেটা ভুল মনে করেছেন, তার বিরুদ্ধে নিজের সবটুকু দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে চলেছেন শান্তিপূর্ণ ভাবে। একটা আন্দোলন কী ভাবে বিভিন্ন ভাষা, ধর্মের, রাজ্যের, জাতির মানুষকে এক সুতোয় বাঁধতে পারে সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আরও আশ্চর্য, কী সুন্দর একটা পরিষেবা তথা গণবন্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন সবাই মিলে। যেখানে খাদ্য, বস্ত্র থেকে শুরু করে চিকিৎসা সব ফ্রি। যাঁদের আছে, তাঁরা দিচ্ছেন, যাঁরা পারছেন, তাঁরা তৈরি করছেন, যাঁদের দরকার তাঁরা পাচ্ছেন। পুরোটাই চলছে পারস্পরিক সম্মান বজায় রেখে। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না।

সব বাধা বিপত্তি, উপেক্ষা, সমালোচনা, কুৎসা উড়িয়ে সম্প্রতি একশো রাত পার করলেন ওনারা। এরকম আরও শয়ে শয়ে রাত পার করার মত প্রস্তুতি কিন্তু ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়ে গেছে। রাজধানীর প্রবল ঠাণ্ডা তাঁদের দমাতে পারেনি। ইতিমধ্যেই দু’শোরও বেশি কৃষক শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন। তার পরেও চোয়াল কষে আসন্ন গরম, বর্ষার জন্যেও তৈরি হচ্ছেন ওঁরা। এ লড়াই যে বাঁচার লড়াই।

অর্ণব রায়, কলকাতা

আমেরিকা থেকে ভারত
উৎকট ধনবৈষম্য

করোনাতে গত এক বছরে ভারতে বন্ধ হয়েছে ১০ হাজার সংস্থা, কাজ হারিয়েছেন কয়েক কোটি মানুষ। এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, সব মিলিয়ে ভারতে গৃহস্থ পরিবারগুলি মোট ১৩ লক্ষ কোটি টাকার আয় হারিয়েছে করোনা ও লকডাউনে (ইউবিএস সিকিউরিটিজ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট)। বিপরীত চিত্রটি হল শুধুমাত্র গত এপ্রিল-জুলাই— এই চার মাসে ভারতের ডলার বিলিওনেয়ারদের (শত কোটি ডলারের মালিক) সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছে ৩৫ শতাংশ। দেশের ১০০ জন বিলিওনেয়ারের যে পরিমাণ সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে তা দিয়ে ভারতের দরিদ্রতম ১৪ কোটি মানুষের পিছনে ৯৪ হাজার টাকা করে খরচ করা যেত (অক্সফ্যাম রিপোর্ট)। অর্থাৎ সম্পদের এমন কেন্দ্রীকরণ না ঘটালে, সমবন্টনের ব্যবস্থা থাকলে ১৪ কোটি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে অর্থনীতিতে একটা গতি আসতে পারত। কিন্তু ব্যক্তি-মালিকানা ভিত্তিক বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমবণ্টন পুঁজিবাদীরা মানবে কেন! তারাই তো সমাজের সমস্ত সুফল ভোগ করছে।

লকডাউনের সময়ে বিজেপি ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির রোজগার বেড়েছে প্রতি ঘণ্টায় ৯০ কোটি টাকা হিসাবে (ইকনমিক টাইমস সেপ্টেম্বর ২৯, ২০২০)। মার্চ-অক্টোবরের মধ্যে তাঁর সম্পদ দ্বিগুণ হয়েছে। বিশ্বের চতুর্থ ধনীতম ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন তিনি। ওই তালিকার পরের পাঁচ জনের মোট সম্পদের থেকেও বেশি সম্পদ আম্বানির। গৌতম আদানির সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৬১ শতাংশ। দ্রুত গতিতে সম্পদ বৃদ্ধির হারে গৌতম আদানি পিছনে ফেলে দিয়েছেন বিশ্বের এক নম্বর বেজোস, এশিয়ার এক নম্বর আম্বানি সকলকেই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের মুনাফার হার দাঁড়িয়েছে ৯০ শতাংশ (ব্লুমবার্গ বিলিয়োনেয়ার ইনডেক্স, ১২ মার্চ ২০২১ আবাপ)। করোনা অতিমারির ৬ মাসে নতুন বিলিওনেয়ার হয়েছেন ১৫ জন। কাদের কল্যাণে এই ধনস্ফীতি? মোদি সরকার এই ধনকুবেরদের বিপুল সুবিধা দিতেই কর্পোরেট কর কমিয়েছে, দিয়েছে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ। পরিণামে কর আদায় কমেছে রেকর্ড হারে। ফলে সরকার শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কর্মসংস্থান সহ নাগরিক জীবনের অপরিহার্য খাতে এ বারের বাজেটে বরাদ্দ কমিয়েছে অথবা একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে।

পুঁজিবাদের ‘স্বর্গরাজ্য’ আমেরিকার অবস্থা কী? সেখানে আড়াই কোটিরও বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন, চার লক্ষ ২০ হাজার মারা গেছেন (২৬ জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত)। ১ কোটি ২০ লক্ষ চাকরীজীবী চিকিৎসা বিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ২৬ আগস্ট ২০২০ থেকে। প্রায় তিন কোটি মানুষের ঘরে গত ডিসেম্বর থেকে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব চলছে। নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ শিশু অর্ধাহারে-অনাহারে রয়েছে। ১ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ বাড়িভাড়া দিতে পারছেন না ডিসেম্বর থেকে। অন্য দিকে এ সময়ই সেখানকার ধনকুবেরদের সম্পদ বেড়েছে ৪০ শতাংশ। সংখ্যাতেও ধনকুবের বেড়েছে। করোনার আগে সেখানে ধনকুবের ছিল ৬১৪ জন, ৪৬ জন যুক্ত হয়ে বর্তমানে ৬৬০ (ফোর্বস রিপোর্ট)। এই হল পুঁজিবাদের স্বর্গরাজ্য আমেরিকায় বৈষম্যের উৎকট চেহারা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন করোনা আবহে জাতীয় বিপর্যয়ের জন্য ১.৯ ট্রিলিয়ন ডলার ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। আর ধনকুবের যাদের ৪০ শতাংশ সম্পদ বেড়েছে তারা এই সময়ে ১.১ ট্রিলিয়ন ডলার সম্পদ বাড়িয়ে নিয়েছে। আয়ের পরিমাণটা লক্ষ করার মতো। নিচের দিকে থাকা অর্ধেক আমেরিকাবাসীর (১৬ কোটি ৫০ লক্ষ) মিলিত সম্পদের থেকে ৬৬০ জন বিলিওনিয়রের সম্পদ ৬৬ শতাংশ বেশি। জেফ বেজোস, এলন মাসক, মার্ক জুখেরবার্গ এবং বিল গেটস— প্রত্যেকের সম্পদ গত দশ মাসে অভাবনীয় হারে বেড়েছে (তথ্যসূত্র ঃ ইনইকোয়ালিটি.অর্গ)। এই বৈষম্য অর্থনীতিতে ভারসাম্যের সঙ্কট সৃষ্টি করছে।

ভারতের ধনীতম ১ শতাংশ মানুষের উপর যদি নূন্যতম ২-৩ শতাংশ কর ধার্য করা যেত তা হলে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা আদায় হত সরকারের। করোনা অতিমারিতে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষকে কিছুটা রেহাই দেওয়া যেত। কিন্তু একচেটিয়া পুঁজির রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বিজেপি সরকার তা করেনি। বাস্তবে বিজেপি-কংগ্রেস ও আঞ্চলিক নানা ক্ষমতালোভী দলগুলি ক্ষমতার গদিতে টিকে থাকতে আম্বানি-আদানি সহ একচেটিয়া পুঁজিপতিদেরই সেবা করছে। আর ভোট এলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে আমরা গরিবদের উন্নয়ন করব। তেমনই আমেরিকায় ট্রাম্প কিংবা বাইডেন ধনকুবের বেজোস, জুখেরবার্গদের স্বার্থই দেখছে। কারণ তারা পুঁজিপতি শ্রেণিরই রাজনৈতিক ম্যানেজার। নিজেদের স্বার্থরক্ষায় ম্যানেজারদের কোনও অপদার্থতা দেখলেই বরখাস্ত করে দেবে পুঁজিপতি শ্রেণি। যে বদল নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনসমক্ষে আসে। ‘গণতান্ত্রিক’ ঠাটবাটের মোড়কে নির্বাচনের মাধ্যমে এক দলকে সরিয়ে আরেক দলকে আনে তারা। তাই জনগণের ‘সেবা’ করার নামে পুঁজিমালিকদের ‘সেবা’ করার প্রতিযোগিতায় ছুটে চলেছে পুঁজিবাদের সেবক এই দলগুলি।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্র বা ব্যক্তিমালিকের হাতে থাকা উৎপাদন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য অধিক মুনাফা হওয়ার জন্য শ্রমিক শোষণ তীব্র হতে থাকে। ফলে আমেরিকা কিংবা ভারত সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই গরিব আরও গরিব হয়, ধনী হয় আরও ধনী। ক্রমবর্ধমান বৈষম্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবশ্যম্ভাবী ফল। করোনা এই বৈষম্যের ভয়াবহ চেহারাটাকে প্রকাশ্যে এনেছে।

সাম্প্রদায়িকতার কারবারিদের জায়গা দেয় না নন্দীগ্রাম

একের পাতার পর

কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকার তাকে আইনি রূপ দেয়। সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ, বিশেষত বামপন্থীদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও বামপন্থী নামধারী সিপিএম সরকার পশ্চিমবঙ্গে একচেটিয়া মালিকদের আশীর্বাদ পেতে নন্দীগ্রামের কয়েক লক্ষ মানুষের বাসস্থান সহ সমগ্র পরিবেশকে ধ্বংস করে এমনই এক এসইজেড গড়ে তুলতে চেয়েছিল।

সিপিএম সরকার ভুলে গিয়েছিল এই নন্দীগ্রামের মাটি বারবার ভিজেছে আন্দোলনকারীদের রক্তে। যে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে আজকের বিজেপির অভিভাবক আরএসএস এবং পূর্বসূরী হিন্দুমহাসভা প্রতিক্রিয়াশীল বলে অভিহিত করেছিল নন্দীগ্রাম ছিল তার অন্যতম ঘাঁটি। যে ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে দমন করার জন্য বিজেপির আজকের আইকন, হিন্দুমহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ব্রিটিশের সেনা বাহিনীকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন, আন্দোলনকে অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা বলেছিলেন, নন্দীগ্রামের মাটি সেই আন্দোলনের শহিদদের রক্তেও ভেজা। পরবর্তীকালে তেভাগা আন্দোলনে ক্ষুদ্র কৃষক, ভাগচাষি, খেতমজুরদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইতে রক্ত ঝরিয়েছে নন্দীগ্রাম। ১৯৮২ সালে এলাকার মানুষ লড়েছে নন্দীগ্রামের উন্নয়নের দাবি নিয়ে। যে আন্দোলনে সিপিএম সরকারের পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন ছাত্র শহিদ সুদীপ্ত তেওয়ারি। সংগ্রামী চেতনা আর নন্দীগ্রাম দুটি নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে এক নিঃশ্বাসে।

এই নন্দীগ্রামে ভোটের প্রচারে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম-কংগ্রেস-আব্বাস জোট শোনাচ্ছে তাদের তথাকথিত উন্নয়নের গল্প। ক'দিন আগেও যিনি ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, সেই শুভেন্দু অধিকারী এখন বিজেপির প্রার্থী। তিনি এখন নাকি নন্দীগ্রামের শহিদদের স্মরণ করছেন! অথচ যে দলে তিনি ভিড়েছেন, সেই বিজেপিই এসইজেডের হোতা। যে নীতির হাত ধরেই নন্দীগ্রামের জমি কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত শুরু করে সে সময় কেন্দ্রীয় সরকারে থাকা কংগ্রেস আর রাজ্যের গদিতে থাকা সিপিএম। নন্দীগ্রাম যখন লড়ছে এসইজেডের বিরুদ্ধে, বিজেপির ভূমিকা তখন কী ছিল? বিজেপি এই আন্দোলনে অংশ নেয়নি শুধু নয়, তাদের নীতিই ছিল জমি দখলের পক্ষে। বর্তমান নরেন্দ্র মোদি সরকারের জমি নীতি হল, পুঁজিপতিরা চাইলেই যেখানে খুশি যখন খুশি গায়ের জোরে হলেও সরকার তাদের জমি দিয়ে দেবে। চাষির কথা শোনার সুযোগ কেন্দ্রীয় আইনে নেই বললেই চলে। তাদের নীতি তখনও তাই ছিল। এখন শুভেন্দুবাবু বলছেন বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির জন্যই নাকি নন্দীগ্রামের মানুষ বেঁচে গেছে! অথচ আদবানি সাহেব ঘোলা জলে মাছ ধরতে সে সময় নন্দীগ্রামে এসেছিলেন বটে, কিন্তু এলাকার মানুষের মূল দাবির প্রতি কোনও সমর্থন জানাননি। নন্দীগ্রামের জমি যে সংগ্রামী মানুষ জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে রক্ষা করেছে, যে মা-বোনেরা ধর্ষিতা হয়েও আন্দোলন ছেড়ে যাননি, তাঁরা কোনও নেতার ভোট কেরিয়ার গোছানোর জন্য আন্দোলন করেননি।

নন্দীগ্রামের মানুষ জানে, রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রথম এই লড়াই শুরু করেছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। আন্দোলনকে ব্যাপকতর রূপ দেওয়ার জন্য এই দলের উদ্যোগেই গড়ে উঠেছিল 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'। তাতে সামিল হন এলাকার সমস্ত সাধারণ মানুষ। তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় কর্মীরাও কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলনে আসেন। এই কমিটির তিনজন আহ্বায়কের মধ্যে দু'জন (নন্দ পাত্র, ভবানী দাস) ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র, একজন তৃণমূলের (সেখ সুফিয়ান)। আন্দোলন ২০০৬-এর শেষভাগ থেকে শুরু হলেও তৃণমূলের রাজ্য স্তরের নেতারা নন্দীগ্রাম যেতে শুরু করেন ২০০৭-এর ১৪ মার্চের ঘটনার পর।

> দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের ময়দানেও নন্দীগ্রাম এবং সিঙ্গুরের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে। আর এই আন্দোলনকে সিপিএম এবং বিজেপি বলছে ভুল। এ তো জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের শহিদদের প্রতি অশ্রদ্ধা!

নন্দীগ্রাম সেদিন কোনও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে তার মাটিতে জায়গা দেয়নি। সিপিএম সে সময় কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের সাহায্যে দিল্লির ইমাম বুখারিকে নন্দীগ্রামে হাজির করেছিল মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষকে প্রভাবিত করতে। কিন্তু এলাকার মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষই তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, সংগ্রামের মাটিকে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বিভেদ দিয়ে কলুষিত করতে কিছুতেই তাঁরা দেবেন না। বিজেপি নেতারাও একইভাবে হিন্দুত্ববাদের ঝান্ডা তুলতে নন্দীগ্রামে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আন্দোলনের ময়দানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রক্ত ঝরিয়েছেন যে মানুষ তাঁরা হিন্দু না মুসলিম— এ প্রশ্ন কোনও দিন তুলতেই দেয়নি নন্দীগ্রামের সংগ্রামী জনসাধারণ। মন্দিরের ঘন্টা বেজেছে, মসজিদে আজান হয়েছে, ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ যে যার ধর্ম পালন করেছেন। বিভেদ হয়নি। আজ ভোটের বাজার গরম করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপিতে প্রতিযোগিতা চলছে মন্দিরে মন্দিরে ঘোরার। আখের গোছানোর রাজনীতিতে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া শুভেন্দু অধিকারী দেখাতে চাইছেন তিনি কতবড় হিন্দু! তিনি আসল হিন্দু কে এই নিয়ে বড় বড় ভাষণ দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ও প্রার্থী হয়েই ছুটেছিলেন একই কায়দার প্রচারের পিছনে। দুই দলই সংকীর্ণ ভোট রাজনীতি করতে গিয়ে নন্দীগ্রামের লড়াইকে আজ কালিমালিপ্ত করছে।

দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের ময়দানেও নন্দীগ্রাম এবং সিঙ্গুরের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে। আর এই আন্দোলনকে সিপিএম এবং বিজেপি বলছে ভুল। এ তো জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের শহিদদের প্রতি অশ্রদ্ধা! নন্দীগ্রাম কি ভুলে যাবে তার সেই লড়াইয়ের কথা? মানুষের আত্মত্যাগকে কি ভোট রাজনীতির আখের গোছানোর হাতিয়ারে পরিণত হতে দেবেন তাঁরা? এই প্রশ্ন গণদাবী উপস্থিত করেছিল ১১ মার্চ নন্দীগ্রাম বাজারের দোকানদার, গৃহবধূ, শিক্ষক সহ নানা স্তরের সাধারণ মানুষের কাছে। বিধানসভা নির্বাচনে ওই কেন্দ্রের এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী কমরেড মনোজ দাসের সমর্থনে পথসভা এবং মিছিল সবে শেষ হয়েছে। বাজারের চায়ের দোকানদার বিভাস জানা স্মরণ করলেন, নন্দীগ্রাম রেলপ্রকল্প সম্পূর্ণ করার আন্দোলনের কথা। বললেন, শুধু এই আন্দোলন নয়, হলদিয়া পর্যন্ত পাকা রাস্তা, জেটি তৈরির আন্দোলনে এলাকার মানুষ এস ইউ সি আই (সি) -র ভূমিকা ভুলতে পারবে না। হাসপাতালের উন্নয়ন থেকে শুরু করে আমপান ঝড়ে ক্ষতিপূরণ নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এই দলই থেকেছে এলাকার মানুষের পাশে। গোপীমোহনপুর থেকে বাজার করতে আসা গৃহবধূ মমেনা বিবি জানালেন, বিপদের দিনে পাওয়া যায় এই দলটাকেই। এনআরসির বিরুদ্ধে আন্দোলনে, রেশন দুর্নীতি, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি, লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজের বিরুদ্ধে নন্দীগ্রামের মাটিতে এদেরই লড়তে দেখেছি। আসাদতলার মোটরভ্যান চালক বাপি শীট মনে করেন, এই দলটা না থাকলে তাঁরা গাড়িই চালাতে পারতেন না। কোনও বড় দলকে দেখা যায়নি মোটরভ্যান চালকদের আন্দোলনের পাশে। গড়চক্রবেড়িয়ার বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিক সেখ সমসের লকডাউনের সময় থেকে কাজ হারিয়ে বসে আছেন। তিনি বললেন, সেই দুঃসময়ে ত্রাণের হাত বাড়িয়েছে এই দলটাই। বিডিও অফিসে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে গিয়ে ত্রাণের তালিকায় নাম তুলিয়েছে, আন্দোলন করেছে।

জমি রক্ষার আন্দোলনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাম সোনাচূড়া ভাঙাবেড়া। সেখানে দেখা হল জমিরক্ষা আন্দোলনের কর্মী, পেশায় শিক্ষক তপন মান্নার সাথে। তাঁর কথায়, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে এই দলটার নামই মনে পড়ে। সম্প্রতি কলকাতার ম্যানহোলে নেমে ছয়জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রতিবাদ এই দলটিই করেছে। ভোটেও এই দলেরই পাশে থাকবেন তিনি— জানালেন তপনবাবু।

সংবাদমাধ্যমের ডামাডোল যে প্রার্থীদের ঘিরে, নন্দীগ্রাম তার অভিজ্ঞতা থেকে জানে, ভোট শেষ হলে তাঁদের দেখা যাবে টিভির পর্দায়। এলাকায় পা দিলেও বিশাল বিশাল মঞ্চের উচ্চতায় বসে ভাষণ দেবেন তাঁরা। আর মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়বে এস ইউ সি আই (সি)। গড়ে তুলবে গণকমিটি। এই লড়াইয়ের সাথীকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারলেই যে তাঁদের প্রকৃত জয় সে কথা অনেক ডামাডোলেও হারিয়ে যায়নি নন্দীগ্রামের মানুষের মন থেকে।

জীবনাবসান

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ি লোকালের কর্মী কমরেড গোপাল কর্মকার ২৯ জানুয়ারি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

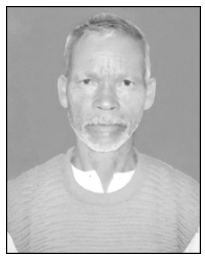

মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্রই লোকাল সম্পাদক সহ দলের বহু কর্মী তাঁর বাড়িতে যান এবং পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদকের পক্ষে মাল্যদান করেন লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড জয়ন্ত কর্মকার। কমরেড গোপাল কর্মকার ১৯৮০ সালের দিকে দলের সাথে যুক্ত হন। প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও বিভিন্ন স্টাডি ক্লাস, আলোচনা সভা মন দিয়ে শুনতেন। দলের মুখপত্র গণদাবী নিজের ছেলেমেয়েকে দিয়ে পড়াতেন এবং মনোযোগ সহকারে শুনে রাজনীতি বুঝে নিতেন। দল পরিচালিত বিভিন্ন গণআন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সংসারের অভাব-অনটনের মধ্যেও তিনি দলের কাজে সময় দিতেন। একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে সকলেই তাঁকে জানতেন। পার্টির প্রতি আনুগত্য ও অমায়িক আচরণের মধ্য দিয়ে কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষের আপনজন হয়েছিলেন তিনি। ২৮ ফেব্রুয়ারি লোকাল পার্টি অফিসে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড সুজিত ঘোষ ও লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড যশোদা বর্মন। সভাপতিত্ব করেন দলের প্রবীণ কর্মী কমরেড ইয়াকুব আলি। তাঁর প্রয়াণে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড গোপাল কর্মকার লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মৈপীঠ কিশোরীমোহনপুরের এসইউসিআই(সি)-র প্রবীণ সদস্য কমরেড রবি দাস ২৮ ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

গত ষাটের দশকে কমরেড রবি দাস দলের সংস্পর্শে আসেন। শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ও পাঁচ বারের বিধায়ক কমরেড রেণুপদ হালদারের সংস্পর্শে এসেছিলেন এই কমরেডের বাবা প্রয়াত রজনী দাস। চাষি আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর পরিবার দলের সঙ্গে যুক্ত হয়। বাবার মৃত্যুর পর বড়ভাই রবি দাসকে পরিবারের সবাই অভিভাবক হিসাবে দেখতেন। তাঁর পরিবারের ৩৭-৩৮ জন সদস্য সকলেই দলের প্রতি গভীরভাবে অনুগত এবং লড়াই সংগ্রাম করে বেঁচে আছেন। সিপিএম-এর সন্ত্রাসের আমলে এই পরিবারটিকে বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা মাথা নোয়াননি।

দলমত নির্বিশেষে গ্রামের প্রতিটি মানুষ তাঁকে ভালবাসতেন। কমরেড রবি দাসের মৃত্যুতে এলাকার গরিব মানুষ তাঁদের এক আপনজনকে হারাল। দল হারাল সর্বদা গরিব মানুষের পাশে থাকা একজন নির্ভরশীল কর্মীকে।

কমরেড রবি দাস লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান পথিকৃৎ কার্ল মার্ক্সের ১৩৮ স্মরণ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য

১৪ মার্চ বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ কার্ল মার্ক্সের স্মরণদিবসে দলের শিবপুর সেন্টারে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ (ছবি)। ওই দিন দলের কেন্দ্রীয় অফিসে মহান মার্ক্সের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন ও রক্তপতাকা উত্তোলন করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড শঙ্কর সাহা।

নির্ভয়া তহবিল

তিনের পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী স্লোগান দিয়েছিলেন— 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'। 'বেটি'দের কেমন বাঁচাতে চান তিনি, উত্তরপ্রদেশের হাথরসের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তা দেখেছে দেশের মানুষ। বিজেপি শাসনে নারীদের ভয়াবহ পরিস্থিতি এই ঘটনায় আরও একবার সামনে এসেছে। পুলিশের ভূমিকাও চূড়ান্ত ন্যক্কারজনক। ঘটনার ১১ দিন পর তারা ফরেন্সিক নমুনা সংগ্রহ করছে, যাতে কিছু প্রমাণ করা না যায়। নির্যাতিতার মৃত্যুকালীন জবানবন্দিকে অস্বীকার করে বলেছে 'ধর্ষণই হয়নি'। এমনকী ময়নাতদন্তের রিপোর্টে নির্যাতিতার গোপন অঙ্গ ছিন্নভিন্ন থাকার কথা থাকলেও তা অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং শেষপর্যন্ত নির্যাতিতার মৃত্যু হলে তার মা-বাবা সহ পরিবারের লোকেদের ঘরে আটকে রেখে রাতের অন্ধকারে ডিজেল ঢেলে নির্যাতিতার দেহ পুড়িয়ে দিয়েছে পুলিশ। বিজেপি সরকারের পুলিশ এভাবেই ধর্ষকদের শাস্তি না দিয়ে তাদের রক্ষকের কাজ করেছে।

উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গার নিজেই অভিযুক্ত ধর্ষণ ও খুনের একাধিক ঘটনায়। জম্মুর কাঠুয়ায় শিশুকন্যাকে ধর্ষণের ঘটনায় ধর্ষণকারীর পক্ষে মিছিল করতে দেখা গেছে বিজেপির মন্ত্রী-বিধায়ককে। আইনশৃঙ্খলায় 'মডেল' রাজ্য যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ, যিনি আবার প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত, তাঁর রাজ্যে বেটিদের নিরাপত্তা নেই কেন প্রধানমন্ত্রী জবাব দেবেন কি?

নারী নিরাপত্তা হরণকারীদের আশ্রয়দাতা এবং নারী নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ এই বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রীরাই আবার এ রাজ্যে ভোটে জিতলে নারী নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এর থেকে বড় 'জুমলা' আছে কী? জনগণকে চিনে নিতে হবে এই ঘৃণ্য শক্তিকে।

"অত্যাচারী শাসকদের শায়েস্তা করুন"

কলকাতা প্রেস ক্লাবে কমরেড সত্যবান

সংযুক্ত কিসান মোর্চার নেতৃবৃন্দ ১২ মার্চ কলকাতার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে মোর্চার সদস্য এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান নিম্নের বক্তব্য রাখেন ঃ

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কৃষকরা পশ্চিমবঙ্গে নিজের জমি বাঁচানোর জন্য লড়াই করেছিলেন ও জয়ী হয়েছিলেন। পশ্চিমবাংলার কৃষকরা আন্দোলনের রাস্তা দেখিয়েছিলেন। আজ সংযুক্ত কিসান মোর্চার নেতৃত্বে আমাদের পাঞ্জাবের কৃষকরা কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে বৃহত্তম ও ব্যাপকতম আন্দোলনের ময়দানে সামিল। দিল্লির চারিদিকে অন্যান্য রাজ্যের সীমানায় লক্ষ লক্ষ কৃষক অবস্থান করে আছেন। এই আন্দোলন পাঞ্জাব ও হরিয়ানার থেকে শুরু হলেও ইউপি, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ সহ অন্যান্য রাজ্য থেকে কৃষকদের যোগদানের দ্বারা সফলতার সাথে এগিয়ে চলেছে। এই আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য যে অপরাধ কেন্দ্রের মোদি সরকার করেছে তা অবর্ণনীয়। ২৬ জানুয়ারি যেভাবে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে আমাদের আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য তার জবাব দেশের কৃষকরা দিয়েছেন। পাঞ্জাব-হরিয়ানার সীমান্তগুলিতে কৃষকরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন। জয়পুর-দিল্লি হাইওয়ের উপর রাজস্থানের সাজাপুর সীমান্তে ৩ ডিসেম্বর থেকে ধরনা চলছে। হরিয়ানার সীমান্ত লোহারু, ঝুনঝুনু সহ পাকিস্তান সীমান্ত গঙ্গানগর পর্যন্ত রাজস্থানের সাথীরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। সারা দেশে মোদি সরকার প্রচার করার চেষ্টা করেছে— এটা শুধু পাঞ্জাবের আন্দোলন। হরিয়ানা যুক্ত হওয়ার পর বলতে শুরু করল পাঞ্জাব-হরিয়ানার আন্দোলন। আপনাদের স্মরণে আছে, ২৫ সেপ্টেম্বর এআইকেএসসিসি-র আহ্বানে 'সারা ভারত গ্রামীণ বনধ' পালিত হয়েছে। ৮ ডিসেম্বর যৌথ মোর্চার ডাকে ভারত বনধ হয়েছে। বর্তমানে কৃষক আন্দোলন দেশের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়ে সর্বভারতীয় রূপ নিয়েছে। মোদি সরকার যে অন্যায় করেছে তার শাস্তির জন্য কোনও আদালত নেই, একমাত্র আদালত হল জনআদালত। মোদি সরকার গণআন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য, কৃষকদের ধ্বংস করার জন্য সমস্ত প্রকার চেষ্টা করেছে।

আমি বাংলার জনগণের কাছে আবেদন করছি— অত্যাচারী শাসককে শায়েস্তা করা চাই, এই রকম শাসকদের স্থান হয় ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। আমার বিশ্বাস বাংলার জনগণ যেভাবে আন্দোলনের সামনের সারিতে থেকে দেশকে রাস্তা দেখিয়েছেন, তেমনই নির্বাচনেও যথার্থ ভূমিকা পালন করবেন।

প্রেস ক্লাবে বক্তব্য রাখছেন কমরেড সত্যবান

আন্দোলনের শক্তিকেই চায় রঘুনাথপুর

পুরুলিয়া জেলার উত্তর প্রান্তে একদিকে দামোদর আর একদিকে জয়চণ্ডী পাহাড় নিয়ে আছে রঘুনাথপুর। বিধানসভায় এবার এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রার্থী পশুপতি রায়। পঞ্চকোট পাহাড় ঘেঁষা দিঘা অঞ্চলের পর্বতপুর গ্রামের প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক পশুপতি বাবুর ভূমিকা জানেন এলাকার মানুষ। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় শাসক দলের ভোট লুঠের বিরুদ্ধে কীভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, তা এখনও ঘোরে মানুষের মুখে মুখে। এলাকায় বেআইনি মদের ভাটি উচ্ছেদের আন্দোলনেও ভূমিকা আছে তাঁর। এ বিষয়ে গ্রামের মহিলাদের ভূমিকাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে মানুষ। এই রঘুনাথপুরে বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের নেতা কমরেড হরিপদ বাউরি, বিজয় বাউরি এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রার্থী হিসাবে জিতে বিধানসভায় গিয়েছিলেন। আর পরবর্তীকালে সিপিএম, তৃণমূলও জিতেছে। এলাকার মানুষের মনে এই দুটি ক্ষেত্রের পার্থক্য স্পষ্ট। এস ইউ সি আই (সি) এমএলএ-রা আখের গোছাননি। এলাকার বিড়ি শ্রমিক, রেশম শ্রমিক, চাষির দাবি নিয়ে লড়াইকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। দল আন্দোলন গড়ে তুলেছে খরা প্রতিরোধের দাবিতে। মানুষ স্মরণ করে গরিব তাঁতিদের নিয়ে আন্দোলনের কথা। দামোদরের জলকে কাজে লাগিয়ে সেচ, ও পানীয় জলপ্রকল্প, জোড়বাঁধ তৈরি করে স্থানীয় সেচ ইত্যাদি দাবিতে আন্দোলন করেছে এই দলটাই। এলাকার অনুর্বর অকৃষি জমি এবং সংলগ্ন এলাকার কয়লা ও ঝাড়খণ্ডের লোহা ইত্যাদি খনিজকে কাজে লাগিয়ে শিল্প এবং তার পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবিতে আন্দোলন করেছে এস ইউ সি আই (সি)। শিল্পে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের দাবিও আদায় করেছে এই দল। আবার জয় বালাজি গোষ্ঠী যখন জমি নিয়েও শিল্প গড়েনি সেই জমি চাষিকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিও লড়েই আদায় করতে পাশে থেকেছে তারাই। রঘুনাথপুরে মদ উচ্ছেদে এই দলের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এলাকার গরিব বস্তির মা-বোনেরা।

এবারের ভোটে রঘুনাথপুর মহকুমার রঘুনাথপুর, কাশীপুর, পাড়া এই তিন কেন্দ্রের এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীরা যেদিন মনোনয়ন দিতে যাচ্ছেন, এসডিও-অফিসমুখী সেই মিছিলই হয়ে উঠেছে মানুষের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। মিছিল বাস স্ট্যান্ড থেকে একটু এগোতেই বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক যুবকের মন্তব্য 'এরা শুধু নমিনেশন দিতে সবার আগে নয়, অন্যায় হলে এরাই রুখতে এগোয় সবার আগে'। বাস রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে বসে একটু জিরিয়ে নেওয়ার ফাঁকে চাঁদা গড়িয়ার গরিব বস্তিবাসী, সাত নম্বর ওয়ার্ডের বেদিয়া পাড়ার গরিব মানুষের জটলাতেও সেই কথা— সমস্যা সমাধানের আন্দোলনে এই দলকেই চাই।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com